যুগান্তর

তারিখ 06 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সরকারি মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষদের ব্যস্ততা নিয়ে প্রশ্ন

বিকল্প চিন্তা করছে মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সরকারি মেডিকেল, ডেন্টাল কলেজ ও ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ এবং পরিচালকের গুরুত্বপূর্ণ পদে খ্যাতিমান ও ব্যস্ত চিকিৎসকদের পরিবর্তে পুরো সময় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে মনোযোগী হতে পারেন এমন ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বর্তমানে এসব পদে বহাল চিকিৎসকরা ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো, গবেষণা, জার্নাল প্রকাশ, একাধিক ক্লিনিকে পরামর্শক ও পার্টটাইম চাকরি এবং দেশে-বিদেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়ায় প্রশাসনিক কাজে মনোযোগ দিতে পারছেন না। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম কেরানিনির্ভর হয়ে পড়েছে। এ সমস্য থেকে উত্তরণের জন্য সরকার বিকল্প চিন্তা করছে বলে ওই সূত্র উল্লেখ করে।

সূত্র জানায়, সরকারি চাকরি ও নিয়োগবিধি অনুসারে যে কোন মেডিকেল কলেজ বা ইন্সটিটিউটে বেসিক সায়েন্স (এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি) বিভাগের প্রফেসর নিয়োগের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের আমলে সে নিয়ম মানা হয়নি। বেসিক সায়েন্সের শিক্ষক ছাড়া অন্যদের হাসপাতালে রোগী দেখতে হয় বলে ওই নিয়ম করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে যারা প্রিন্সিপাল বা পরিচালক হয়েছেন তাদের মধ্যে হাতেগোনা দু'একজন ছাড়া অন্যদের যোগ্যতা নিয়ে কারও মনে প্রশ্ন নেই। কিন্তু একাধিক দায়িত্ব পালন করায় তারা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। স্বাস্থ্য সেক্টরে একটি প্রবাদ চালু রয়েছে 'এ গুড ডক্টর এজ এ ব্যাড ম্যানেজার'। ব্যস্ততা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

ব্যস্ততা : অধ্যক্ষদের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউটসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, পরিচালক ও ডিনের দায়িত্বে খ্যাত চিকিৎসকরা থাকায় সার্বিকভাবে একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যক্রমের মান হ্রাস পাচ্ছে।

তিনি বলেন, প্রিন্সিপাল ও প্রফেসর উভয় পদ তৃতীয় গ্রেডের। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপালের নির্দেশ প্রফেসররা মানতে চান না। প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে প্রিন্সিপালের পদটি দ্বিতীয় গ্রেডের ও প্রিন্সিপাল এবং ইন্সটিটিউটের পরিচালক পদে বেসিক সায়েন্স বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া এখন সময়ের দাবি বলে ওই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।

এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর এমএ ফয়েজ যুগান্তরকে বলেন, কলেজের অধ্যক্ষ বেসিক সায়েন্সের প্রফেসররাই হবেন এমন বাধাধরা নিয়ম নেই। তিনি বলেন, ক্লিনিক্যাল বিষয়ের কেউ প্রিন্সিপাল হলে সুবিধাই বেশি। এতে কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ও হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর হয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ১৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজে অনেক সিনিয়র প্রফেসর রয়েছেন। ফলে অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকলেও কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় না। তবে উপাধ্যক্ষের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে প্রিন্সিপালের কাজের গুরুদায়িত্ব ভাগ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ক্লিনিক্যাল বিষয়ে ব্যস্ততার পরও বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে যারা প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য উল্লেখ করে প্রফেসর ফয়েজ বলেন, কোন কলেজে প্রিন্সিপালের ব্যস্ততার কারণে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে তার কাছে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ পেলে বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।